বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA)
বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

সময়কাল : ২০১৬-১৭ অর্থ বছর

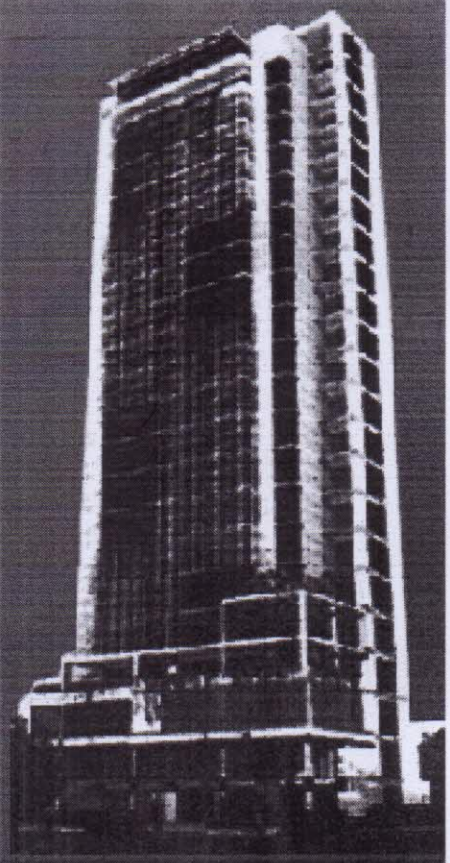

শ্রম পরিদপ্তর

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

প্রতিমন্ত্রী
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

শ্রম পরিদপ্তরের উদ্যোগে বার্ষিক কর্মস্পাদন চুক্তির বাস্তবায়ন বিষয়ক তথ্যাদি সম্বলিত বুকলেট প্রকাশ হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ ধরণের প্রকাশনা সংশ্লিষ্ট দপ্তরের নানাবিধ কার্যক্রমের বিভিন্ন তথ্য জনগনের সামনে আরো সহজ ও সুন্দরভাবে তুলে ধরবে। এ বুকলেটের মাধ্যমে শ্রম পরিদপ্তরাধীন ০৪টি বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, ০৪টি শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন ও ২৯টি শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রদত্ত সেবাসমূহের একটি সামগ্রিক চিত্র উপস্থাপন করা হয়েছে। এরূপ প্রকাশনা দপ্তরটি কর্তৃক পরিচালিত কার্যক্রমের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করণে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে মর্মে আমার নিকট প্রতিভাত হয়েছে। বুকলেট প্রকাশনার সাথে যারা জড়িত ছিলেন তাদের সকলকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

শ্রম পরিদপ্তরের সার্বিক কার্যক্রম দেশের সবাইকে অবহিত করার অভিপ্রায়ে বুকলেট প্রকাশের এ ধারা অব্যাহত থাকবে বলে আমি আশা করি। শ্রম পরিদপ্তরের বিভিন্ন কার্যক্রমের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

মোঃ মুজিবুল হক, এম.পি

সচিব
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

শ্রম পরিদপ্তরের সম্পাদিত কার্যক্রমের বার্ষিক বুকলেট (জুলাই, ২০১৬-জুন, ২০১৭) প্রকাশ হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ কাজে যারা সহযোগিতা করেছেন তাদের সকলের প্রতি রইল আমার আন্তরিক অভিনন্দন। শ্রম পরিদপ্তর এর সার্বিক চিত্র বুকলেটের মাধ্যমে প্রকাশিত হলে তা সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট সমাদৃত হবে। এ ধরনের উদ্যোগ ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে বলে আমার বিশ্বাস । স্বচ্ছ, জবাবদিহি, গতিশীল ও নির্ভরযোগ্য প্রশাসন গড়ার প্রত্যয়ে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির গুরুত্ব অপরিসীম। এই চুক্তির ফলে দাপ্তরিক কাজের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও শৃঙ্খলা বহুলাংশে নিশ্চিত করা যাবে।

শ্রম পরিদপ্তর গত অর্থ বছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির বেশিরভাগ লক্ষ্যমাত্রাই অর্জন করতে পেরেছে। আমার বিশ্বাস এ দপ্তর তার কর্মধারা গত বছরের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে এবার পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়নে সক্ষম হবে।

আফরোজা খান

শ্রম পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
শ্রম পরিদপ্তর
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মুখবন্ধ

শ্রম পরিদপ্তর প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই শ্রম ক্ষেত্রে শ্রমিক মালিক এর সোহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটিয়ে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কাজ করে আসছে। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির মাধ্যমে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ আমাদের দেশে প্রশাসনের ক্ষেত্রে একটি নতুন ধারণা। একটি দপ্তরের বার্ষিক কার্যক্রমের সার্বিক চিত্র স্বচ্ছতার সাথে জনসাধারণের সামনে তুলে ধরাই হচ্ছে এর প্রধান উদ্যেশ্য। শ্রমিক ও মালিক এর মধ্যকার কর্মস্থলে সহযোগিতা, সালিশ, সিবিএ নির্ধারন, প্রশিক্ষণ, শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সেবা, পরিবার পরিকল্পনা সেবা, চিত্তবিনোদন সেবা ইত্যাদি বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলের ঐকান্তিক ইচ্ছায় শ্রম পরিদপ্তরের বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারন করা হয়েছে।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির বাস্তবায়নকে সকলের নিকট দৃশ্যমান করার উদ্যোগ এর অংশ হিসেবে এ বুকলেটটি প্রকাশ করা হচ্ছে।

এ বুকলেটে সন্নিবেশিত বিভিন্ন তথ্য সুন্দরভাবে উপস্থাপন করার চেষ্টা করা হয়েছে। তারপরেও কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে যেতে পারে। ভবিষ্যতে সংশ্লিষ্টরা এ বিষয়ে আরো যত্নবান হবেন এ প্রত্যাশা করছি এবং সকলকে এ প্রকাশনার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আবু হেনা মোস্তফা কামাল

সূচীপত্র

ক্রমিক নং	বিষয় বস্তু	পৃষ্ঠা নং
১.	শ্রম পরিদপ্তরের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি	০১-০৩
২.	রূপকল্প (Vision) ও অভিলক্ষ্য (Mission)	০৩
৩.	রূপকল্প (Vision):	০৩
৪.	অভিলক্ষ্য (Mission):	০৩
৫.	শ্রম পরিদপ্তরের প্রধান সেবাসমূহ	০৩-০৪
৬.	২০১৬-১৭ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির সূচক সমূহের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি	০৪- ১৪
৭.	(ক) জনবল:	০৪
৮.	(খ) নিয়োগ:	০৫
৯.	(গ) প্রশিক্ষণ / সভা / সেমিনার / সফর ইত্যাদি -	০৫-০৭
১০.	১। অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ	০৫
১১.	২। বৈদেশিক সেমিনার/প্রশিক্ষণ :	০৬
১২.	৩। দেশ:	০৭
১৩.	৪। শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন ও শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ :	০৭-০৯
১৪.	(ঘ) ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন রেজিষ্ট্রিকৃত ট্রেড ইউনিয়নের তথ্যাদি:	১০
১৫.	(ঙ) যৌথ দরকষাকষি প্রতিনিধি (সিবিএ) নির্বাচন	১১
১৬.	(চ) পার্টিসিপেশন কমিটির নির্বাচন	১১
১৭.	(ছ) শ্রম বিরোধ নিষ্পত্তি	১১-১২
১৮.	জ) শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রের মাধ্যমে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান	১২-১৩
১৯.	(ঝ) শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রের মাধ্যম পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদান	১৩-১৩
২০.	(ঞ) শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রের মাধ্যম বিনোদনমূলক সেবা প্রদান	১৪
২১.	(ট) সেবা সহজীকরণ	১৪

শ্রম পরিদপ্তরের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পূর্ববর্তী সময় পর্যন্ত ভারত উপ-মহাদেশের শ্রমিকগণ অসংগঠিত ছিল। তখন উল্লেখযোগ্য তেমন কোন শ্রম অসন্তোষ ছিল না। বিশ্ব যুদ্ধ পরবর্তীতে শ্রম সম্পর্কিত সুসম্পর্ক নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ১৯২০ সালে ভারত সরকার কর্তৃক প্রাথমিকভাবে লেবার বুরো'' গঠন করা হয়। একই সাথে মাদ্রাজ ও বাংলায় লেবার কমিশনের দু'টি বিশেষ পদ সৃষ্টি করা হয়। ১৯২১ সালে বোম্বেতে অপর একটি লেবার অফিস স্থাপিত হয়। উল্লেখ্য যে, বৃটিশ শাসনামলে মাঝামাঝি সময়ে অবিভক্ত ভারতে শুধুমাত্র শ্রমিকের কল্যাণার্থে শ্রম প্রশাসনের সূত্রপাত ঘটে। তৎকালীন সময়ে অবিভক্ত ভারতে বহিরাগত শ্রমিকের কল্যাণার্থে প্রথমে "Department of Immigrant Labour" নামে শ্রম দপ্তর প্রতিষ্ঠা হয়। পরবর্তী সময়ে স্বদেশী শ্রমিকদের অন্তর্ভুক্ত করে ১৯৩১ সালে "General department of Labour" হিসেবে পুনঃ নামকরণ করা হয়।

১৯৩৫ সালে নতুন সংবিধানের আওতায় লেবার ডিপার্টমেন্টের সৃষ্টি ও শ্রম প্রশাসনের বিকাশ ঘটে এবং শ্রম আইন প্রাদেশিক সরকারের আওতাভূক্ত হয়। ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস কর্তৃক ১৯৩৭ সালের নির্বাচনী ইশতেহারে শিল্প শ্রমিকের জীবন যাত্রার সুব্যবস্থা, শ্রম ঘন্টা, শ্রম প্রশাসন, শ্রমিক মালিকের বিরোধ নিষ্পত্তি, বয়োবৃদ্ধকালে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা, অসুস্থতা, বেকারত্ব, ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের অধিকার ও শ্রম স্বার্থে ধর্মঘট ইত্যাদি দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার আলোকে আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী প্রদানের আশ্বাস প্রদান করা করেছিল। পরবর্তীতে নির্বাচিত প্রাদেশিক সরকারগুলো এ সকল শ্রম সুবিধা সমূহ বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন রকম তারতম্যের ভিত্তিতে কিছু কিছু বাস্তবায়ন করলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা ছিল উপেক্ষিত।তখন শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে শ্রম কল্যাণ, সামাজিক নিরাপত্তা যথা-প্রভিডেন্ট ফান্ড, শ্রমিকের ক্ষতিপূরণ, স্বাস্থ্য ইন্স্যুরেন্স, বার্ধক্য জনিত অবসর, ইন্সুরেন্স, ট্রেড ইউনিয়ন ইত্যাদি ও এতদসংক্রান্ত শ্রম আইন প্রাদেশিক সরকারের অধিভূক্ত হয়।

১৯৩৯ সালের নভেম্বর মাসে কংগ্রেস প্রাদেশিক সরকারের পদত্যাগের পর গভর্নরের শাসন কায়েম হয়। তখন ১৯৪০ সালের জানুয়ারীতে অনুষ্ঠিত লেবার উপদেষ্টাদের একটি কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। কনভেনশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শ্রম অসন্তোষ নিরসনের লক্ষ্যে শ্রমিকের ছুটিকালীন বেতন, শ্রম পরিসংখ্যান সংগ্রহ, মজুরী প্রদান এ্যাক্টের সংশোধন করার নিমিত্ত কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট প্রেরণ করা হয়।

শিল্প শ্রমিক ও মহিলাদের মধ্যে দূরত্ব কমানোর লক্ষ্যে ভারত সরকার ১৯৪১ ও ১৯৪২ সালে শ্রমিক-মালিক প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনার প্রেক্ষিতে মালিক-শ্রমিক ও সরকারী প্রতিনিধিত্বের মাধ্যমে ত্রিপক্ষীয় আলোচনার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। সে অনুসারে ১৯৪২ সালে আগষ্ট মাসে ত্রিপক্ষীয় অংশ গ্রহণের মাধ্যমে চতুর্থ লেবার কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কনভেনশনে ত্রিপক্ষীয় ভিত্তিতে স্থায়ী সভা গঠন, সকল সদস্যবর্গের অংশগ্রহণের মাধ্যমে কনফারেন্স অনুষ্ঠান এবং স্থায়ী লেবার কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সে সময় অর্থাৎ ১৯৪২ সনে শিল্প পরিসংখ্যান আইন পাস হয়।

১৯৪৬ সালের অক্টোবর মাসে অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক শ্রম মন্ত্রীদের কনফারেন্সে শ্রম ক্ষেত্রে দ্রুত প্রগতি অর্জনের লক্ষ্যে শ্রম আইন কেন্দ্রীয় সরকারের অধিভূক্ত হয়। ভারত সরকারের শ্রম মন্ত্রণালয় পঞ্চ বার্ষিকী শ্রম কর্মসূচী গ্রহণ করে। উক্ত কর্মসূচীতে বেশ কিছু অত্যাবশ্যকীয় শ্রম বিল অন্তর্ভূক্ত হয়। ১৯৪৭ সালের এপ্রিল মাসে অনুষ্ঠিত ইন্ডিয়ান লেবার কনফারেন্সে শ্রম সমস্যা বিষয়ক এ সকল শ্রম বিলগুলো অনুমোদন পায়।

১৯৪৭ সালের আগষ্টে ভারত বিভাজনের পর পাক সরকার ইন্ডাষ্ট্রিয়াল ডিসপ্যুট এ্যাক্ট, ১৯৪৭ পাস করে এবং ১ এপিল, ১৯৪৭ তারিখ থেকে তা কার্যকর করে। উক্ত আইনের মাধ্যমে শ্রম অসন্তোষ নিরসন, শিল্প সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ, ট্রেড ইউনিয়ন গঠন ও রেজিষ্ট্রেশন সংক্রান্ত ১৯২৯ সনের ট্রেড ডিসপ্যুট এ্যাক্ট এবং ১৯২৬ সনে ট্রেড ইউনিয়ন এ্যাক্ট রহিত করা হয়।

১৯৪৭ সনে ভারত বিভক্তির পর ১৯৬২ সাল পর্যন্ত শ্রম প্রশাসন কেন্দ্রীয় বিষয় হিসেবে পরিগণিত ছিল। ১৯৬২ সনের শাসনতন্ত্র অনুযায়ী তা প্রাদেশিক বিষয়ে রূপান্তরিত হয় এবং লেবার কমিশনারের পদসহ তাঁর দপ্তর সৃষ্টি করা হয়। তখন লেবার কমিশনারের দপ্তরটি ছিল ১৭নং চক বাজর স্ট্রীটের কুন্ডু-দে বিল্ডিং এর দোতলায়। ১৯৪৭ সালে লেবার কমিশনারের দপ্তরের অবকাঠামো অনুমোদিত হয় এবং চট্টগ্রাম থেকে লেবার কমিশনারের দপ্তরটি ১৯৪৯ সালের ৯ই মে সচিবালয়ে স্থানান্তর করা হয়। সচিবালয়ে শ্রমিকদের অবাধ প্রবেশের সুযোগ না থাকায় ১৯৫৮ সালের অক্টোবর মাসে ৫০নং পুরানা পল্টনে দপ্তরটিকে স্থানান্তর করা হয়। স্বাধীনতার পূর্ব পর্যন্ত দপ্তরটি বর্ণিত ঠিকানাই ছিল। শিল্প সেক্টরে শ্রমিক অসন্তোষ নিরসন, শ্রমিক-মালিকের মধ্যে সম্পর্ক উন্নয়ন, শ্রম আইন বিষয়ে শ্রমিক প্রতিনিধি, শ্রম ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত কারখানা প্রতিনিধি এবং শ্রম প্রশাসনে নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের তাগিদে ১৯৬৩ সনে টংগীতে বর্তমান শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন (আইআরআই) স্থাপিত হয়।

১৯৬৯ সনে তৎকালীন পাকিস্তান সরকারের শ্রমনীতির আলোকে ও এয়ারভাইস মার্শাল নূর খানের রিপোর্টের ভিত্তিতে ১৯৭০ সালের মার্চ মাসে পূর্ব পাকিস্তানে লেবার এন্ড সোস্যাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টের G.O. No. 230/ S-III/1A-8(2)69 date ০৫/০৩/১৯৭০ এর মাধ্যমে শ্রম প্রশাসনকে ৩টি ভাগে ভাগ করা হয়। (১) Directorate of labour Relations (2) Inspectorate of Factories and Establishments (3) Office of the Registrar of Trade Union. সময়ের সাথে সাথে শ্রম প্রশাসনের ক্ষেত্র দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৯৭২ সালের প্রথম দিকে বর্ণিত প্রতিষ্ঠান ৪নং ডিআইটি এভিনিউতে নিজস্ব ভবনে স্থানান্তরিত হয়। এদিকে রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন্স এর দপ্তরটি ১৯৭৬ সালের ২৯শে মে তারিখে শ্রম পরিদপ্তরের সাথে একত্রীকরণ করে "Labour department" করা হয়।

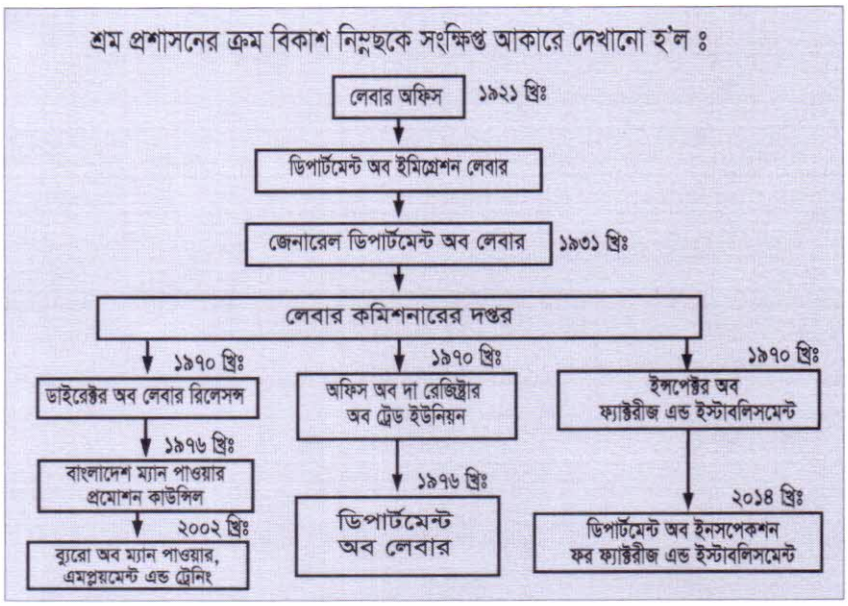

শ্রম পরিদপ্তর বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬ সহ অন্যান্য শ্রম সংশ্লিষ্ট আইন ও বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫ অনুসরণপূর্বক দেশের শ্রম সেক্টরে সুষ্ঠু শ্রম সেবা প্রদান সম্পর্কিত একটি সরকারী প্রতিষ্ঠান। এ পরিদপ্তর শান্তিপূর্ণভাবে শিল্প বিরোধ নিষ্পত্তিকরণ, ট্রেড ইউনিয়ন কার্যক্রম তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ, সরকারের গৃহীত বিভিন্ন শ্রম কল্যাণমূলক কর্মসূচী পরিচালনা এবং বাস্তবায়ন, শ্রম আইন ও শ্রম প্রশাসন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ পরিচালনা এবং শ্রম সংশ্লিষ্ট তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ, সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহের দায়িত্ব পালন করে থাকে। শ্রম পরিদপ্তরসহ তার অধীন ৪৯টি দপ্তরে ১৭৬ জন কর্মকর্তা এবং ৫৩৬ জন কর্মচারীসহ সর্বমোট ৭১২ জনবল কর্মরত রয়েছে। একজন শ্রম পরিচালক এ পরিদপ্তরের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ।শ্রম পরিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়, ৪ টি বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, ১১টি আঞ্চলিক শ্রম দপ্তর, ৪ টি শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন, ২৯টি শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রে এর মাধ্যমে কর্মকান্ড পরিচালনা করে থাকে।একজন শ্রম পরিচালক এ পরিদপ্তরের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা । শ্রম পরিদপ্তরকে অধিদপ্তরে উন্নীত করণের বিষয়টি বর্তমান চলমান আছে। এ পরিদপ্তরটি অধিদপ্তরে উন্নীত হলে এর জনবল বৃদ্ধি সহ অবকাঠামোয় পরিবর্তন আসবে এবং সেবার মান বৃদ্ধি পাবে।

রূপকল্প (Vision) ও অভিলক্ষ্য (Mission)

রূপকল্প (Vision):

শ্রম ক্ষেত্রে সুষ্ঠু শিল্প সর্ম্পক ও শ্রম কল্যাণ নিশ্চিত।

অভিলক্ষ্য (Mission):

বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ ও শ্রম বিধিমালা ২০১৫ অনুসরণে শ্রমিক ও মালিকের সুসম্পর্ক রক্ষাসহ শ্রমিকের অধিকার নিশ্চিত করা, শিল্প বিরোধ নিষ্পত্তি, শ্রমিক কল্যাণে বিভিন্ন সেবামূলক কার্যক্রম গ্রহণ ও শ্রম প্রশাসন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণের আয়োজন করা।

শ্রম পরিদপ্তরের প্রধান সেবাসমূহ

১. ট্রেড ইউনিয়ন, ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন এবং কনফেডারেশনের রেজিষ্ট্রেশন প্রদান;

২. অংশগ্রহণ কমিটির তত্ত্বাবধান করা;

৩. যৌথ দরকষাকষি প্রতিনিধি নির্ধারণ;

৪. ট্রেড ইউনিয়নের কার্যকরী কমিটির নির্বাচন তত্ত্বাবধান করা;

৫. শিল্প বিরোধ নিষ্পত্তিকরণ;

৬. শ্রমিক ও তাদের পরিবার বর্গের জন্য শ্রম কল্যাণমূলক কর্মসূচী/কার্যক্রম পরিচালনা (স্বাস্থ, পরিবার-পরিকল্পনা ও বিনোদনমূলক) ও সেবা প্রদান করা;

৭. শ্রম সংশিষ্ট তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও সরবরাহ করা;

৮. শ্রম আইন ও শ্রম প্রশাসন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা;

৯. নৌ-যান শ্রমিক-কর্মচারীদের মজুরী নির্ধারণ করা;

১০. আই.এল.ও কনভেনশন ও রিকমেন্ডেশন সম্পর্কিত আই.এল.ও কর্তৃক চাহিত তথ্য প্রদান করা;

১১. শ্রম আইন বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট শ্রম পরিদর্শন, মজুরী প্রশাসন, উৎপাদনশীলতা, পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা ইত্যাদি বিষয়ে আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পর্যায়ে অনুষ্ঠিত সেমিনার, মিটিং, ফোরাম প্রভৃতিতে সরকারের প্রতিনিধিত্ব করা;

১২. শ্রম সম্পর্কিত আইন, বিধিমালা, নীতিমালা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও সংশোধনে সরকার ও বিভিন্ন সরকারি সংস্থাকে সহযোগিতা করা;

২০১৬-১৭ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির সূচকসমূহের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি নিম্নে তুলে ধরা হলো:

(ক) জনবল: শ্রম পরিদপ্তরে ১ম শ্রেণীর ১২১টি পদের বিপরীতে বর্তমানে ৮৮ জন , ২য় শ্রেণীর ৫৭টি পদের বিপরীতে ৩৫ জন, ৩য় শ্রেণীর ৩১৮টি পদের বিপরীতে ২৩৬ জন ও ৪র্থ শ্রেণীর ২১৬টি পদের বিপরীতে ১৮৬ জন সহ সর্বমোট ৭১২ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীর বিপরীতে ৫৪৫ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী বর্তমানে কর্মরত আছেন । অবশিষ্ট পদগুলো পূরণের জন্য কার্যক্রম চলছে।

শ্রেণী	মঞ্জুরীকৃত পদসংখ্যা	বর্তমানে কর্মরত	শূণ্য পদ
১ম শ্রেণী	১২১	৮৮	৬৩
২য় শ্রেণী	৫৭	৩৫	২২
৩য় শ্রেণী	৩১৮	২৩৬	৮২
৪র্থ শ্রেণী	২১৬	১৮৬	৩০
সর্বমোট	৭১২ জন	৫৪৫ জন	১৬৭ জন

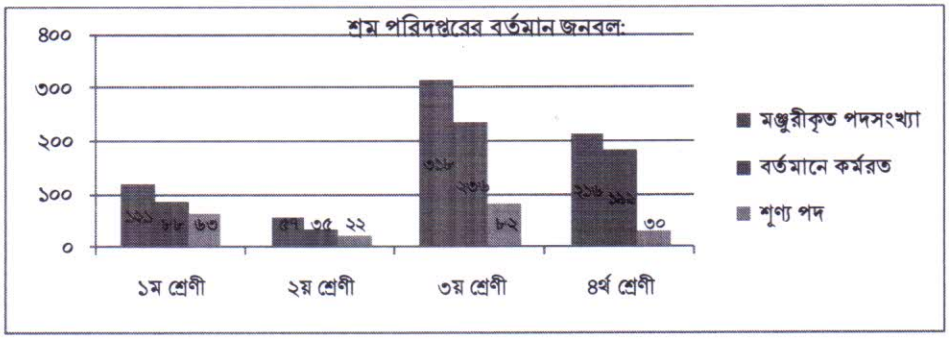

(খ) নিয়োগ: ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে (১ জুলাই ২০১৬ থেকে ৩০জুন ২০১৭ পর্যন্ত) ১ম শ্রেণীর ০৪ জন প্রভাষক ০৪ জন চিকিৎসা কর্মকর্তাসহ ০৮ জন ও ২য় শ্রেণীর ০২জনসহ সর্বমোট ১০জন কর্মকর্তা নিয়োগ প্রাপ্ত হয়েছেন।

(গ) প্রশিক্ষণ / সভা / সেমিনার / সফর ইত্যাদি -

১। অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ : শ্রম পরিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষে অফিস ব্যবস্থাপনা, অফিস শৃঙ্খলা, আর্থিক বিধি-বিধান, শুদ্ধাচার, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি, বাজেট, অন-লাইন কার্যক্রম ইত্যাদি বিষয়ক অভ্যন্তরীণ কর্মশালা শ্রম পরিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় ও অধীনস্থ অফিসসমূহে সময় সময়ে অনুষ্ঠান করা হয়ে থাকে। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ১ জুলাই ১৬ থেকে ৩০ জুন ১৭ পর্যন্ত মোট ৩৮৩ জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এ ধরণের প্রশিক্ষণ অব্যাহত রয়েছে।

অভ্যন্তরীণ (In-House) ঃ

APA মোতাবেক ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে লক্ষ্যমাত্রা	২০১৬-১৭ অর্থ বছরে সর্বমোট
প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ঃ ২৫০	৪৮০জন
প্রশিক্ষণ ঘন্টা: ২০০	১৮৮ঘন্টা

বিভাগীয় শ্রম দপ্তর চট্রগ্রামে অনুষ্ঠিত নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন বিষয়ক আভ্যন্তরীণ কর্মশালায় শ্রম পরিদপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ

আইআরআই টংগিতে অনুষ্ঠিত নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন বিষয়ক আভ্যন্তরীণ কর্মশালার উদ্বোধন করছেন শ্রম পরিচালক জনাব আবু হেনা মোস্তফা কামাল

২। **বৈদেশিক সেমিনার/প্রশিক্ষণ:** শ্রম পরিদপ্তরের কর্মকর্তারা আন্তর্জাতিক শ্রমমান বিষয়ক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে তা দেশে বাস্তবায়নের নিমিত্ত এ প্রশিক্ষণের গুরুত্ব অপরিসীম। তবে, এ প্রসঙ্গে আর্থিক বিষয়টি জড়িত থাকায় বাজেট স্বল্পতার কারণে এবং কখনো কখনো দেশের সামগ্রিক শ্রম পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ ও শ্রম অসন্তোষ নিরসনের লক্ষ্যে কর্মকর্তাদের সব সময় এ ধরণের প্রশিক্ষণে প্রেরণ করা সম্ভব হয় না। এ প্রশিক্ষণের আওতায় ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে সর্বমোট ১৮ জন প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। তবে এ কথা অনস্বীকার্য যে, দক্ষতার উন্নয়নের জন্য বৈদেশিক প্রশিক্ষণ অপরিহার্য।

ILC (International Labour Conference) এর ১০৬তম সম্মেলনে শ্রম ও কর্ম সংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মো: মুজিবুল হক, এম,পি এবং শ্রম সচিব জনাব মিকাইল শিপারসহ মন্ত্রণালয়ের অন্যান্য কর্মকর্তা বৃন্দ।

জার্মানিতে অনুষ্ঠিত Tripartite Exchange programme on social Dialogue. পোগ্রামে উপস্থিত শ্রম পরিদপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ।

৩। **দেশ:** ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে দেশের অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন প্রশিক্ষণ/কর্মশালা/সভা/সেমিনারে অংশগ্রহনকারী মোট প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ১৮২ জন।

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও এটুআই এর উদ্যোগে আয়োজিত ইনোভেশন ইন পাবলিক সার্ভিস বিষয়ক কর্মশালায় শ্রম পরিদপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ

শ্রম পরিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে আইএলও কর্তৃক আয়োজিত ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন এর স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওর কর্মশালায় শ্রম পরিদপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ।

৪। **শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন ও শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ :** দেশে বিদ্যমান শিল্প প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ, প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক কর্মচারী এবং বিভিন্ন পর্যায়ের সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের শ্রম আইন, শ্রম প্রশাসন, শিল্প বিরোধ নিষ্পত্তি, কর্মক্ষেত্রে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে। এর আওতায় ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ৪টি শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন ও ২৯টি শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রের মাধ্যমে বিভিন্ন কলকারখানা-প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক ও ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের সর্বমোট ১২৯৩৯ জনকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

২০১৬-১৭ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি অনুযায়ী শ্রম পরিদপ্তরাধীন ০৪টি শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন ও ২৯টি শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রের অধীনে প্রশিক্ষনপ্রাপ্ত প্রশিক্ষানার্থীদের সংখ্যা তথ্যাদি নিম্নে দেয়া হ'ল।

ক্রমিক নং	দপ্তরের নাম	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	মন্তব্য
০১	শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন, টংগী	১২১৪ জন	
০২	শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন, চট্রগ্রাম	৮০৬ জন	

ক্রমিক নং	দপ্তরের নাম	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	মন্তব্য
০৩	শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন, খুলনা	১৩৫২ জন	
০৪	শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন,রাজশাহী	৭৩৬ জন	
০৫	চা- শিল্প শ্রম কল্যাণ বিভাগ শ্রীমঙ্গল	৪৫৫ জন	
০৬	শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র,তেজগাঁও,ঢাকা	৪২০ জন	
০৭	শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র,টংগী	১০৯০ জন	
০৮	শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র,সরিষাবাড়ী ,জামালপুর	৫০৫ জন	
০৯	শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র,চাষাড়া ,নারায়নগঞ্জ	২৪৫ জন	
১০	শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র,বন্দর নারায়নগঞ্জ	৩৩০ জন	
১১	শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র,নরসিংদী	১০০ জন	
১২	শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র,ঘোড়াশাল	৮৭৫ জন	
১৩	শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র,আশুগঞ্জ	২৮০ জন	
১৪	শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, চাঁদপুর	১০৫ জন	
১৫	শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র,ষোলশহর, চট্রগ্রাম	১৪০ জন	
১৬	শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র কালুরঘাট, চট্রগ্রাম	১৪০ জন	
১৭	শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, রুপসা, খুলনা	২১০ জন	
১৮	শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র,খালিশপুর, খুলনা	৫২০ জন	
১৯	শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, কুষ্টিয়া	৭০ জন	
২০	শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, মংলা, বাগেরহাট	১০৫ জন	
২১	শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, বরিশাল	-	চিকিৎসা কর্মকর্তার পদ শূণ্য থাকায় প্রশিক্ষণ প্রদান করা সম্ভব হয়নি।
২২	শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, সপুরা, রাজশাহী	২৮০ জন	
২৩	শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, বগুড়া	১০৫ জন	
২৪	শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, সিরাজগঞ্জ	১০৫ জন	
২৫	শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, সৈয়দপুর, নিলফামারী	-	চিকিৎসা কর্মকর্তার পদ শূণ্য থাকায় প্রশিক্ষণ প্রদান করা সম্ভব হয়নি।
২৬	শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র,গাইবান্ধা	-	চিকিৎসা কর্মকর্তার পদ শূণ্য থাকায় প্রশিক্ষণ প্রদান করা সম্ভব হয়নি।
২৭	শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র,ফুসকুড়ি শ্রীমঙ্গল মৌলভীবাজার	৯৯	
২৮	শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র,পাত্রখোলা.কমলগঞ্জ মৌলভীবাজার	-	চিকিৎসা কর্মকর্তার পদ শূণ্য থাকায় প্রশিক্ষণ প্রদান করা সম্ভব হয়নি।
২৯	শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র,কাপনাপাহাড়, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার	৬০ জন	
৩০	শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র,লোয়াইউনি,কুলাউড়া, মৌলভীবাজার	১৭৫ জন	
৩১	শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র,শমসেরনগর,কমলগঞ্জ মৌলভীবাজার	২১০ জন	
৩২	শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র,চন্ডিছড়া চুনারুঘাট, হবিগঞ্জ	-	চিকিৎসা কর্মকর্তার পদ শূণ্য থাকায় প্রশিক্ষণ প্রদান করা সম্ভব হয়নি।
৩৩	শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র,চিকনাগুল,সিলেট	১৩৭ জন	

ক্রমিক নং	দপ্তরের নাম	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	মন্তব্য
	মোট	১২৯৩৯ জন	

শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র,তেজগাও শ্রমিক শিক্ষা প্রশিক্ষণ কোর্সে বক্তব্য রাখছেন শ্রম পরিচালক জনাব আবু হেনা মোস্তফা কামাল

শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন, খুলনা কর্তৃক আয়োজিত ০৫দিন ব্যাপী শ্রম আইন বিষয়ক শ্রমিক শিক্ষা প্রশিক্ষণ

টংগী শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তনে ০৫দিন ব্যাপী শ্রম আইন বিষয়ক শ্রমিক শিক্ষা প্রশিক্ষণ কোর্সের একাংশ

(ঘ) ট্রেড ইউনিয়ন রেজিষ্ট্রেশন : সুষ্ঠু শিল্প সম্পর্ক, কর্মস্থলে সহযোগিতা ও শ্রমিকদের অধিকার রক্ষায় বিভিন্ন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত শ্রমিকদের আইনানুগ প্রক্রিয়া সম্পাদন করে ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনের রেজিষ্ট্রেশন প্রদান করা হয়ে থাকে। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে সর্বমোট ২০৮টি ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধিত হয়েছে। শ্রম পরিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়সহ ০৪টি বিভাগীয় শ্রম দপ্তর কর্তৃক প্রদানকৃত রেজিষ্ট্রেশনের তথ্যাদি নিম্নরূপ:

ক্রমিক নং	বিভাগ	রেজিষ্ট্রেশন সংখ্যা
১.	শ্রম পরিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়	০৯
২.	ঢাকা	৭৮
৩.	চট্টগ্রাম	১৩
৪.	রাজশাহী	৪৭
৫.	খুলনা	৬১
সর্বমোট		২০৮টি

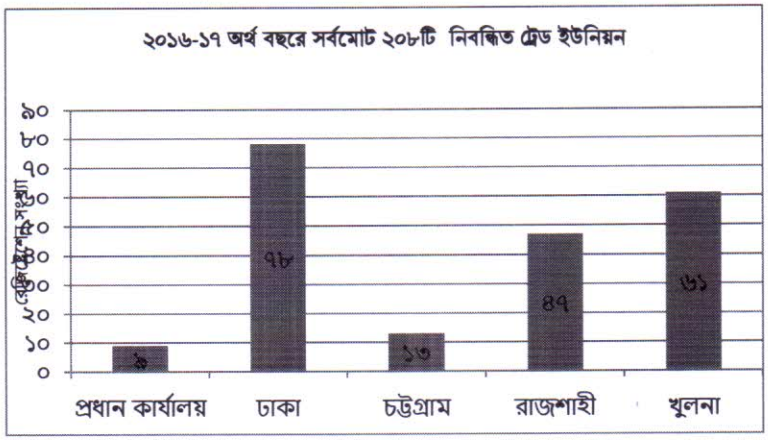

(ঙ) যৌথ দরকষাকষি প্রতিনিধি (সিবিএ) নির্বাচন : যে সকল প্রতিষ্ঠানে একাধিক ট্রেড ইউনিয়ন বিদ্যমান সে সকল প্রতিষ্ঠানে শ্রমিকদের যৌথ দরকষাকষি নির্ধারণের লক্ষ্যে শ্রম পরিদপ্তর কর্তৃক যৌথ দরকষাকষি প্রতিনিধি (সি,বি,এ) নির্ধারণী নির্বাচন অনুষ্ঠান করে থাকে। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ১ জুলাই ১৬ থেকে ৩০ জুন ১৭ পর্যন্ত মোট ০২টি প্রতিষ্ঠানে যৌথ দরকষাকষি প্রতিনিধি (সি,বি,এ) নির্ধারণী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর এ সিবিএ নির্ধারনী নির্বাচনে সুশৃঙ্খল পরিবেশে শ্রমিকগণ ভোট প্রদান করছেন।

(চ) পার্টিসিপেশন কমিটির নির্বাচন : বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ ও বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫ অনুযায়ী সকল প্রতিষ্ঠানে শ্রমিকদের পার্টিসিপেশন কমিটির গঠন করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। সাধারণ ৫০ বা ততোধিক শ্রমিক কর্মরত এমন প্রতিষ্ঠানে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ এবং প্রতিষ্ঠানের শ্রমমিকদের মধ্যে সমান সংখ্যক প্রতিনিধি (৬ জনের কম এবং ৩৫ জনের বেশী নয়) নিয়ে পার্টিসিপেশন কমিটি গঠন করার বিধান রয়েছে। প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শ্রমিকদের ভোটে শ্রমিক পক্ষের প্রতিনিধি এবং মালিক পক্ষের কর্তৃক মনোনীত মালিক পক্ষের প্রতিনিধি নিয়ে পার্টিসিপেশন কমিটি গঠিত হয়ে থাকে। বর্ণিত বিধিমালা জারীর পর এ পর্যন্ত ১৮২ টি প্রতিষ্ঠানে পার্টিসিপেশন কমিটির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে ।

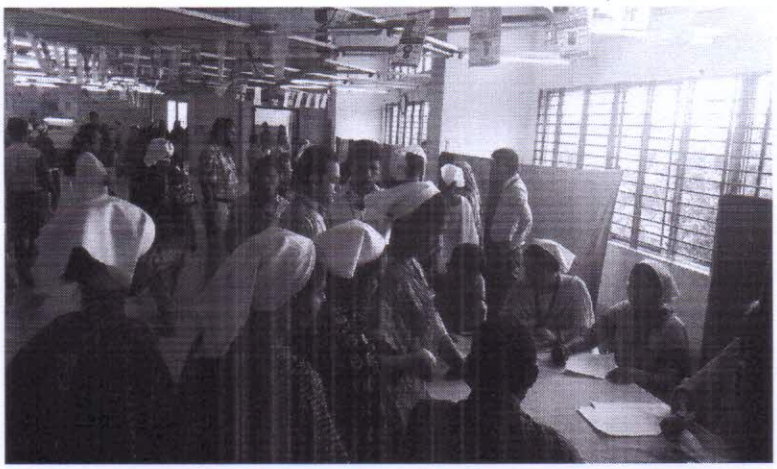

ভিনটেজ গার্মেন্টস লি:, আশুলিয়া, ঢাকা-এ পার্টিসিপেশন কমিটির নির্বাচনে ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে ভোট প্রদানের লক্ষ্যে শ্রমিকগণ ব্যালট হাতে লাইনে সারিবদ্ধভাবে দাড়িয়ে অপেক্ষা করছেন।

(ছ) শ্রম বিরোধ নিষ্পত্তি : বিভিন্ন শ্রেণী-পেশায় নিয়োজিত শ্রমিকদের বিভিন্ন দাবী-দাওয়া সিবিএ'র মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিক ভাবে উত্থাপিত হওয়াকেই শ্রম আইনে শিল্প বিরোধ বা শ্রম বিরোধ নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে। সাধারণতঃ শ্রমিকের চাকুরীর শর্তাবলী ও কর্মস্থলে সহযোগিতা ইত্যাদি বিষয়কে সামনে রেখে শ্রম বিরোধ উত্থাপিত হয়ে থাকে। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে সালিশ কার্যক্রমের মাধ্যমে সর্বমোট শ্রম বিরোধ নিষ্পত্তি হয়েছে ১০৫টি ।

পদ্মা অয়েল কোম্পানী লিমিটেড এর সিবিএর দ্বিবার্ষিক চুক্তিনামায় মধ্যস্থতা করছেন শ্রম পরিচালক মহোদয় জনাব আবু হেনা মোস্তফা কামাল
।

জ) শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রের মাধ্যমে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান : শ্রম পরিদপ্তরাধীন ২৯টি শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রের মাধ্যমে শ্রমিক ও তাদের পরিবারের সদস্যদের বিনা মূল্যে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হয়। এ সেবা প্রদানের জন্য প্রতিটি শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রে এক জন চিকিৎসা কর্মকর্তা নিয়োজিত আছেন। শ্রম পরিদপ্তরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০১৬-১৭ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে শ্রম পরিদপ্তরাধীন অফিস সমূহের সাথে শ্রম পরিদপ্তরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০১৬-১৭ স্বাক্ষরিত হয় । ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে মোট ৫৯২৫৭ জন শ্রমিক ও তার পরিবারের সদস্যদের স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হয়েছে।

ষোলশহর শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রে চিকিৎসা সেবা প্রদান করছেন কেন্দ্রের চিকিৎসা কর্মকর্তা ডাঃ মোঃ গোলাম নুর।	তেজগাঁও শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রে চিকিৎসা সেবা প্রদান করছেন কেন্দ্রের চিকিৎসা কর্মকর্তা ডাঃ সৈয়দা নুরুন নাহার ইসলাম।
টংগী শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রে শ্রমিকদের চিকিৎসা সেবা প্রদান করছেন কেন্দ্রের চিকিৎসা কর্মকর্তা ডাঃ ফৈরদৌস আক্তার	ঘোড়াশাল শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রে শ্রমিকদের চিকিৎসা সেবা প্রদান করছেন কেন্দ্রের চিকিৎসা কর্মকর্তা ডাঃ আলপনা সরকার।

চাষাড়া শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রে চিকিৎসা সেবা প্রদান করছেন কেন্দ্রের চিকিৎসা কর্মকর্তা ডাঃ রিফাত মেহজাবিন।

খালিশপুর শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রে চিকিৎসা সেবা প্রদান করছেন কেন্দ্রের চিকিৎসা কর্মকর্তা ডাঃ চাঁদ মোহাম্মদ ।

(ঝ) শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রের মাধ্যম পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদান : শ্রম পরিদপ্তরাধীন ২৯টি শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রের মাধ্যমে শ্রমিক ও তাদের পরিবারের সদস্যদের বিনা মূল্যে পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদান করা হয়। এ সেবা প্রদানের জন্য প্রতিটি শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রে এক জন জনসংখ্যা ও পরিবার কল্যাণ কর্মকর্তা নিয়োজিত আছেন। শ্রম পরিদপ্তরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০১৬-১৭ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে শ্রম পরিদপ্তরাধীন অফিস সমূহের সাথে শ্রম পরিদপ্তরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০১৬-১৭ স্বাক্ষরিত হয়। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে মোট ৩৭৬৯১ জন শ্রমিক ও তার পরিবারের সদস্যদের পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদান করা হয়েছে।

তেজগাঁও শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রে শ্রমিকদের মাঝে পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদান করছেন কেন্দ্রের চিকিৎসা কর্মকর্তা ডাঃ সৈয়দা নুরুন নাহার ইসলাম।

সপুরা শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রে শ্রমিকদের মাঝে পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

(ঞ) শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রের মাধ্যম বিনোদনমূলক সেবা প্রদান : শ্রমিক ও তার পরিবারের মধ্যে বিনোদনমূলক সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শ্রম পরিদপ্তরের আওতাধীন ২৯টি শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রসমূহের মাধ্যমে বিনোদনমূলক সেবা প্রদান করা হয়ে থাকে। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ২৯টি শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রের মাধ্যমে বিনোদনমূলক সেবা দেয়া হয়েছে সর্বমোট ১১৬৩৭০ জন শ্রমিক ও তার পরিবারের সদস্যগণকে সেবা প্রদান করা হয়েছে।

শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, বন্দর, নারায়নগঞ্জে বই পড়ছে শ্রমিকগণ

শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, কাপনাপাহাড়, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার এর আঙ্গিনায় শ্রমিকগণ ফুটবল খেলছেন।

(ট) সেবা সহজীকরণ:

২০১৬-১৭ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি অনুযায়ী শ্রম পরিদপ্তরের সেবাসমূহ আরও সহজ ও সংশ্লিষ্টদের দোর গোড়ায় পৌঁছানোর জন্য শ্রম পরিদপ্তর "শ্রমিকের স্বাস্থ্যকথা" নামে একটি মোবাইল অ্যাপস তৈরি করেছে।এছাড়া, শ্রমিক ও শ্রম সংক্রান্ত যে কোন অভিযোগ, এন্টি ইউনিয়ন ডিসক্রিমিনেশনকে স্বল্প সময়ের মধ্যে নিষ্পত্তি করার লক্ষ্যে হট-লাইন কার্যক্রমও চালু করা হয়েছে। শ্রম সংশ্লিষ্ট যে কেউ এ সুবিধা গ্রহণ করতে পারে।